ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 132 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in
ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৮৮ ● কলকাতা ● ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২ রাজ্যে আজ থেকেই এসআইআর শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: সব জল্পনার অবসান। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) নির্বাচন সদনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় পর্যবেক্ষণ (এসআইআর) সমীক্ষার নির্ঘন্ট ঘোষণা করলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এসআইআরের জন্য প্রত্যেকের বাড়িতে 'এনুমারেশন ফর্ম' পৌঁছে দেবেন বিএলও-রা। সেই ফর্মের সঙ্গে কমিশনের বেঁধে দেওয়া ১১টি নথি দিতে হবে। রাজ্যে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের কোনও নথিই দিতে হবে না। ওই তালিকায় নাম দেখাতে পারলেই চলতি এসআইআরে তাঁদের নাম উঠে যাবে। এসআইআরে ১১টি নথি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। সুপ্রিম কোর্ট পরিচয়পত্র হিসাবে আধার কার্ড গ্রহণ করতে বলেছে। কমিশন জানিয়েছে, ওই ১১টির মধ্যে যে কোনও একটি নথি এবং ২০০২ সালের তালিকায় বাবা অথবা মায়ের নাম রয়েছে প্রমাণ করতে

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 94

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এই বিচারই চলছিল যখন গুরুদেব আমার দিকে দেখলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ভাবছ?" আমি বললাম, "কিছু না।" কারণ যা মস্তিস্কে চলছিল, তা খুব গভীর ছিল। অতটা উপরে ছিল না যে আমি সহজে জানতে পারি কি ভাবছি, আর সেইজন্যে তাঁকে সহজে বলতেও পারতাম না। কারণ, "এই বিষয় চিন্তা করছি"- এটা আমার নিজেরও জানা ছিল না।

গুরুদেব বড় গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে দেখলেন, যেন আমার ভিতরের কথার সন্ধান করছিলেন আর তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন "যেমন আমাদের শরীরে চোখ আছে এবং চোখ দিয়ে আমরা যা স্পষ্ট তা দেখতে পারি।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে
ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট
BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)
স্থাপিত ঃ ১৯৯৩
২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।
ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা
যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ছট্ পুজোয় মাতলো জঙ্গলমহল

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম:

ঝাড়গ্রাম জেলায় ধুমধামের সঙ্গে পালিত হচ্ছে ছট্ পুজো। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে ঝাড়গ্রামের পুকুর, নদী ও ঘাটগুলিতে এবারও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুদিনের এই প্রাচীন আচার। বহু বছর ধরে ঝাড়গ্রামে বসবাসকারী অবাঙালি , বিশেষ করে বিহারী মানুষজন এই পুজোর প্রচলন বজায় রেখে আসছেন। তবে এখন আর শুধুমাত্র অবাঙালিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এই পুজো। বাঙালিরাও সমান উৎসাহে অংশ নিচ্ছেন প্রতি বছর। সোমবার ঝাড়গ্রামের সাতপাটি এলাকায় কংসাবতী নদীর পাড়ে হাজারো মানুষের সমাগমে ছট্ পুজোর এক অনন্য দৃশ্য দেখা গেল। এই পুজোয় মূলত সূর্যদেবের আরাধনা করা হয়। সূর্যাস্তের সময় পুণ্যার্থীরা অস্তগামী সূর্যের উদ্দেশে প্রার্থনা করেন, আর পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের সময় পুনরায় আরাধনা করে পুজো সম্পূর্ণ করেন। দু'দিন ধরে চলে এই আচারানুষ্ঠান।

নদীতে স্নান করে, ফল ও প্রসাদ হাতে নিয়ে, নদীর জলে দাঁড়িয়ে মহিলারা সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সূর্য উপাসনায় ভক্তিভরে মেতে ওঠেন পুণ্যার্থীরা। সাতপাটি নদীর ঘাটে ভিড় জমে স্থানীয় মানুষদের উৎসবের আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডী সহ অন্যান্য।মৌসুমী তিওয়ারি, সংযুক্তা তিওয়ারি প্রমুখ ছট্ ব্রতীরা জানান প্রতিবছর তাঁরা রীতি মেনে শ্রদ্ধার সাথে ছট্ পূজা করে থাকেন। পুজোকে ঘিরে মেতে ওঠেন এলাকার বহু মানুষজন।

বাংলায় এসআইআর নিয়ে বিতর্কে ঢুকল না কমিশন, শুধু একটি ধারার কথা মনে করাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে বাংলায় এসআইআর শুরু হবে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ তথা তৃণমূলের আপত্তি নিয়ে এদিন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকেই প্রশ্ন উঠেছিল। তবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এখনই কোনও চাপানউতোর বা বিতর্কে ঢুকতে চাননি।

অনেকের মতে, এদিন কমিশনের বক্তব্যে একটা বিষয় পরিষ্কার, তা হল—দেশের ১২টি রাজ্যে একইসঙ্গে এই প্রক্রিয়া এবার শুরু হবে। তার মধ্যে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশও রয়েছে। কোনও একটি রাজ্য এই প্রক্রিয়ায় বাধা তৈরি করলে কমিশন তা মেনে নেবে না।

এরপর ৩ পাতায়

ফুলপাড়ায় ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আটকে গেলেন জেডিইউ মন্ত্রী শীলা মণ্ডল

ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক

মধুবনী, ২৬ অক্টোবর, ২০২৫: মধুবনী জেলার ফুলপাড়াস বিধানসভা কেন্দ্রে ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আটকে গেলেন জেডিইউ মন্ত্রী শীলা মণ্ডল। তিনিও ক্ষমতাসীন বিরোধীদের মুখোমুখি।

ফুলপাড়াস বিধানসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয়বারের মতো জেডিইউ মন্ত্রী শীলা মণ্ডলকে প্রার্থী করেছে এনডিএ। তার বিরুদ্ধে মহাজোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, কংগ্রেসের সুবোধ মণ্ডল এবং জনসুরাজ আসনের জলেন্দ্র মিশ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আরও বেশ কয়েকজন প্রার্থীও তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করছেন।

ফুলপাড়াস বিধানসভা কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ ভোটারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যা পূর্বে যাদবদের দুর্গ ছিল। তাই, ২০২০ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক পটভূমির প্রার্থী কৃপা নাথ পাঠককে প্রার্থী করেছিল। জোটের অধীনে মিঃ পাঠক যাদব ও মুসলিমদের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোট ব্যাংকে কোনও প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হন।

গত নির্বাচনে, প্রথমবারের মতো রাজনীতিতে প্রবেশ করা মিসেস মন্ডল কংগ্রেসের মিঃ পাঠককে ১০,৯৬৭ ভোটে পরাজিত করেন। মিসেস মন্ডল ৭৫,১১৬ ভোট পেয়েছিলেন, যেখানে মিঃ পাঠক ৬৪,১৫০ ভোট পেয়েছিলেন। ২০০৮ সালের সীমানা নির্ধারণের পর, এই বিধানসভা আসনটি জেডিইউ দখল করে। ২০১০ এবং ২০১৫ সালের নির্বাচনে, প্রাক্তন বিধায়ক দেবনাথ যাদবের স্ত্রী গুলজার দেবী জেডিইউর

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২ রাজ্যে আজ থেকেই এসআইআর শুরু

পারলেই নতুন তালিকায় নাম উঠবে।সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন 'প্রথম পর্যায়ে বিহারে সফলতার সঙ্গে এসআইআর সম্পন্ন হয়েছে। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ, কেরল, গুজরাত গোয়া, আন্দামান নিকোবর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে এসআইআরের কাজ চলবে।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন জরুরি। তাই ১২ রাজ্যে এসআইআর শুরু করা হচ্ছে। যাতে নিবিড় সমীক্ষার কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য প্রতি বুথ পিছু একজন করে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) থাকবেন। কোনও যোগ্য ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে না।তবে যারা অবৈধ ও অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন, তাদের কারও নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না। তালিকা থেকে বের করে দেওয়া হবে।'

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আশ্বাস দিয়েছেন, 'বৈধ ভোটারদের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায় তার জন্য বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও তিন-তিনবার প্রতি ভোটারের বাড়িতে পৌঁছবেন।' এসআইআর শুরুর আগে যাতে ভোটার তালিকা কোনও কারচুপি না হয় তার জন্য এদিন রাত বারোটা থেকেই ভোটার তালিকা ফ্রিজ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ওই তালিকা নতুন করে কারও নাম সংযোজন করা যাবে না, কারও নাম বাদও দেওয়া যাবে না।'

কমিশন জানিয়েছে, আগামী ১ নভেম্বর থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি ফর্ম নিয়ে যাবেন। প্রথমেই দিল্লি থেকে এনুমারেশন ফর্মের সফ্টকপি নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকদের (ইআরও) পোর্টালে পাঠিয়ে দেবে কমিশন। তার পরে সেগুলি পাঠানো হবে ছাপার জন্য। এক জন ভোটারের জন্য দুটো করে এনুমারেশন ফর্ম ছাপবে কমিশন। এখন বাংলার ভোটার সংখ্যা প্রায় ৭.৬৫ কোটি। ফর্মগুলি প্রত্যেক ভোটারের বাড়িতে পৌঁছে দেবেন বিএলও-রা। ফর্মের বাকি অংশ পূরণ করে উপযুক্ত নথি-সহ জমা দিতে হবে। একটি ফর্ম সংশ্লিষ্ট ভোটারের কাছে থাকবে। অন্যটি বিএলও নিয়ে যাবেন। বর্তমানে ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, এমন সব ব্যক্তি এনুমারেশন ফর্ম পাবেন। প্রত্যেক ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম আলাদা। ভোটারের এপিক নম্বর, নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ-সহ ৯০ শতাংশ তথ্য ফর্মে ছাপাই থাকবে।

(২ পাতার পর)

ফুলপাড়ায় ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আটকে গেলেন জেডিইউ মন্ত্রী শীলা মণ্ডল

টিকিটে এই আসনটি জিতেছিলেন।

ফুলপারাস বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম নির্বাচন ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমবারের মতো, কাশীনাথ মিশ্র সমাজতান্ত্রিক দল থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সালে, দেবেন্দ্র যাদবের পদত্যাগের পর, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কারপুরী ঠাকুর কংগ্রেসের রাম জয়পাল সিং যাদবের কাছ থেকে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়ে উপনির্বাচনে জয়লাভ করেন।

এই নির্বাচনে, জেডিইউ আবার তাদের পুরনো প্রার্থী, শ্রীমতি মণ্ডলকে প্রার্থী করেছে। মহাজোটে, এই আসনটি আবার কংগ্রেসের কোটায় চলে গেছে। এবার, কংগ্রেস বর্তমান বিধায়কের নিজস্ব জাতের এবং অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া প্রার্থী, কংগ্রেস জেলা সভাপতি সুবোধ মণ্ডলকে প্রার্থী করেছে। এটি দলের একটি নতুন পরীক্ষা। এটি জেডিইউ প্রার্থী শ্রীমতি মণ্ডলের ঝামেলার কারণও। জনসুরাজ, ব্রাহ্মণদের ভাল জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে, মিঃ মিশ্রাকে প্রার্থী করে প্রতিযোগিতাকে ত্রিভুজাকার করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মুম্বাইয়ে 'ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক-২০২৫'-এর উদ্বোধন করেছেন

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে 'ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক-২০২৫'-এর উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং মহারাষ্ট্র, গুজরাট, গোয়া ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী শাহ বলেন, মুম্বাই হল ভারতের প্রবেশদ্বার। ভারতের সমুদ্রপথে বাণিজ্য আন্দোলন গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াকে বিশ্বের প্রবেশদ্বারে পরিণত করেছে। গত এক দশক ধরে সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্ষেত্রে যে সংস্কার কার্যকর করা হয়েছে, তার প্রভাব পড়েছে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিতে। আজ

এরপর ৫ পাতায়

(২ পাতার পর)

বাংলায় এসআইআর নিয়ে বিতর্কে ঢুকল না কমিশন, শুধু একটি ধারার কথা মনে করাল

এদিনই কোনও বিতর্কে কমিশন ঢুকতে চায়নি ঠিকই। কিন্তু কোনও বাধা এলে কঠোর হাতেই তা মোকাবিলা করে এসআইআর বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।শুধু আইনের একটি ধারার কথা মনে করাতে চেয়েছেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে প্রশ্ন নিয়ে একটা কথাই বলতে চাই—ভারতের সংবিধানের ৩২৪(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যের রাজ্যপাল নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী নির্বাচন কমিশনের কাছে সরবরাহ করতে বাধ্য। এই কর্মীরা নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকেন। আবার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য সরকারের। আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই দায়বদ্ধতার কথা জানে, এবং তা পালন করবে।

ভোটার তালিকায় যে নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া (SIR) বাংলায় শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন সে ব্যাপারে নীতিগত ভাবে আপত্তি জানাচ্ছে বাংলায় শাসক দল তৃণমূল। জোড়াফুলের একাংশ সাংসদ বা ছোটখাটো কিছু নেতা এ ব্যাপারে যে ধরনের হুমকি বা হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তা ভিন্ন কথা। তৃণমূলের মৌলিক বক্তব্য হল, কমিশন বিজেপির কথামতো এই সংশোধনে নেমেছে। নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য ভোটার তালিকায় সংযোজন নয়, নাম বাদ দেওয়া। এতে গরিব ও প্রান্তিক মানুষের ভোটাধিকার বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আবার প্রধান বিরোধী দল বিজেপি মনে করছে, এসআইআর ঠিক মতো হলে বাংলায় ভোটার তালিকা থেকে বহু লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাবে। এই সব মৃত বা ভুয়ো ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় থাকার জন্য তৃণমূল বাড়তি সুবিধা পাচ্ছিল। তা এবার বন্ধ হবে।

সম্পাদকীয়

ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের প্রোবেশনার আধিকারিকরা দেখা করলেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে

ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের ৭৭ জন আরআর (২০২৪ ব্যাচের) প্রোবেশনাররা আজ (২৭ অক্টোবর, ২০২৫) রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন।

প্রোবেশনারদের উদ্দেশে ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত বিশ্বের মধ্যে দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। আমাদের অর্থনীতির বৃদ্ধি ধরে রাখতে এবং গতি বৃদ্ধি করতে আমাদের আরও বেশি করে বৃহৎ পরিমাণে সরকারি – বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন। যে কোনো রাজ্য অথবা অঞ্চলে লগ্নি আকর্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার উপর জোর দেন তিনি। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধির প্রসারে অর্থনৈতিক উৎসাহভাতার মতোই প্রয়োজনীয় কার্যকরী পুলিশি ব্যবস্থা। তরুণদের নেতৃত্বে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত পুলিশ বাহিনী বিকশিত ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, তরুণ আধিকারিকরা ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের স্থানে আছে। সেই জন্য তাদের মনে রাখতে হবে যে, কর্তৃত্বের সঙ্গেই আসে দায়িত্ব। তিনি জানান যে, তাদের কাজ এবং আচরণ সব সময়ে থাকবে জনসাধারণের নজরে। তাদের মনে রাখতে হবে, কোনটা নৈতিক এবং কোনটা জরুরি নয়। চরম অবস্থাতেও তাদের ন্যায্য পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন যে, যদিও তারা আইন এবং চলতি ব্যবস্থায় অনেক ক্ষমতা পেয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃত কর্তৃত্ব আসে তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত নিষ্ঠা থেকে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আদর্শগত কর্তৃত্ব তাদের প্রত্যেককে এনে দেবে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, পুলিশ আধিকারিকদের বেশিরভাগ সময়ে অপরাধ এবং অপরাধীদের নিয়ে কাজ করতে হয়। এতে তাদের সংবেদনশীলতা কমতে পারে, মানবিক দিকগুলো ভোঁতা হয়ে যেতে পারে। তিনি আধিকারিকদের পরামর্শ দেন যে, দক্ষ আধিকারিক হয়ে ওঠার পথে তাদের নিজস্ব সংবেদনশীল মনটা অটুট রাখতে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রযুক্তি অনেকটাই পুলিশি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে দিয়েছে। ১০ বছর আগেও 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' কথাটা বোঝা অসম্ভব ছিল। আজ নাগরিকদের কাছে এটাই সব চেয়ে বেশি আতঙ্কজনক। বৃহত্তম ও দ্রুততম বর্ধনশীল এআই ব্যবহারকারীদের দেশগুলির অন্যতম ভারত। এতে পুলিশি কাজেও প্রভাব পড়বে। তিনি বলেন, আইপিএস আধিকারিকদের এআই সহ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে কয়েক কদম এগিয়ে থাকতে হবে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের থেকে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সতেরোতম পর্ব)

মৃত্যুর : মৃত্যু থেকে।
মোক্ষিয় : মোক্ষলাভ।
মামৃতাত : মোক্ষলাভ থেকে মুক্ত করে। বাংলা ভাবার্থ : যার তিনটি নেত্র রয়েছে যিনি জগতের লালন পালন করেন। তার কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাদের মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। ঠিক যেমন একটি শশা পরিপক্ক হয়ে তার শাখা প্রশাখার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ঠিক তেমনই আমরা যখন জ্ঞানের আলোকে পরিপক্ক হয়ে উঠব তখন যেন আমরা মুক্তি লাভ থেকে বঞ্চিত না হই অর্থাৎ মোক্ষলাভ করতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

উপরাষ্ট্রপতি শ্রী সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ ২৮-৩০ অক্টোবর, ২০২৫-এ তামিলনাড়ু সফর করবেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার পর শ্রী সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ এই প্রথম ২৮-৩০ অক্টোবর, ২০২৫-এ তামিলনাড়ু সফর করবেন। এই সফরকালে উপরাষ্ট্রপতি কোয়েমবাটোর, তিরুপ্পুর, মাদুরাই এবং রামনাথপুরমে একাধিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

উপরাষ্ট্রপতি বর্তমানে ২৬-২৭, ২০২৫ সেসেলস সাধারণতন্ত্রে সরকারি সফরে আছেন। সেখানে তিনি যোগ দেন সেসেলস সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে। তিনি কোয়েমবাটোরে পৌঁছবেন ২৮ অক্টোবর, ২০২৫-এ।

কোয়েমবাটোর বিমানবন্দরে তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবেন কোয়েমবাটোরের মানুষ। কোয়েমবাটোরের সিওডিআইএসএসআইএ-তে উপরাষ্ট্রপতিকে সংবর্ধনা দেবে কোয়েমবাটোর সিটিজেন ফোরাম। তিনি টাউনহল কর্পোরেশন বিল্ডিং-এ মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবেন এবং পরে শান্তিলিঙ্গ রামস্বামী আদিগালারের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কোয়েমবাটোরে পেরুর মঠে যাবেন। পরে সন্ধ্যায় উপরাষ্ট্রপতি তিরুপ্পুরে পৌঁছে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন তিরুপ্পুর কুমারণ এবং মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে।

২৯ অক্টোবর, ২০২৫-এ উপরাষ্ট্রপতি তিরুপ্পুরে একটি সংবর্ধনা সভায় যোগ দেবেন। সন্ধ্যায় তিনি পৌঁছবেন মাদুরাই এবং প্রার্থনা জানাবেন মাদুরাই মীনাক্ষী আম্মান মন্দিরে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

an underworld deity connected like with the corpse and the seed-corn buried beneath the earth" (দেবীপ্রসাদ ভারতীয় দর্শন ৭২)।

অর্থাৎ যেভাবে মৃতদেহ ও বীজ উভয়েই মাটির নিচে চাপা থাকে, সেভাবে এই মাতৃকা উর্বরতাসূচক,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মুম্বাইয়ে 'ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক-২০২৫'-এর উদ্বোধন করেছেন

আন্তর্জাতিক স্তরে সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভারতের তটরেখার দৈর্ঘ্য ১১ হাজার কিলোমিটার। ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই উপকূলবর্তী অঞ্চলের ভাগীদার। সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬০ শতাংশ সরবরাহ করে। সামুদ্রিক অবস্থান, গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা এবং নৌ-বাহিনীর দক্ষতার কারণে ভারত দক্ষিণী বিশ্ব ও ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করে। এ দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ইতিহাস ৫ হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ সেই ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা করতে প্রস্তুত। আজকের এই অনুষ্ঠানে ১০০টির বেশি প্রতিনিধিদের উপস্থিতি তারই প্রমাণ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ মেরিটাইম ডায়ালগ প্ল্যাটফর্মে ইন্ডিয়ান মেরিটাইম উইক স্থান পেয়েছে। এই সম্মেলন ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দিতে সহায়ক হবে। এই অনুষ্ঠানে ১ লক্ষের বেশি প্রতিনিধির সামনে ৫০০-র বেশি সংস্থা থেকে ৩৫০ জন বক্তা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরবেন। এর ফলে, ১০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

শ্রী শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা, স্থিতিশীলতা ও স্বনির্ভরতা – এই তিনটি স্তম্ভের ওপর সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা করেছেন। সাগরমালা, মহাসাগর-ভিত্তিক অর্থনীতি বা ব্লু ইকনমি এবং পরিবেশ-বান্ধব গ্রিন মেরিটাইম ভিশনের মতো বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালের জন্য মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন বাস্তবায়িত করা হবে। ভারত এখন গভীর সমুদ্রে বৃহৎ বন্দর গড়তে উদ্যোগী হয়েছে। প্রতি বছর ১০ হাজার মিলিয়ন মেট্রিন টন পণ্য ওঠা-নামার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হবে। এছাড়াও, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর, ইস্টার্ন মেরিটাইম করিডর এবং উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডরের মতো বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, গত ১১ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য ক্ষেত্রকে জাতীয় স্তরের শক্তির উৎস, আঞ্চলিক স্তরের স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক স্তরের সমৃদ্ধির উৎস হিসেবে বর্ণনা করে এসেছেন। আজ আন্তর্জাতিক স্তরের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবসা-বাণিজ্য ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্রপথকে কাজে লাগিয়ে করা হয়। ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশই সমুদ্রপথের সহায়তা নেয়। প্রধানমন্ত্রীর মিউচ্যুয়াল অ্যান্ড হলিস্টিক অ্যাডভান্সমেন্ট ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ অ্যাক্রস রিজিয়ন্স বা মহাসাগর প্রকল্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, মোদী সরকার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাজেটের পরিমাণ ছয়গুণ বাড়িয়ে ২৩ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছে। সাগরমালা প্রকল্পের আওতায় গত মার্চ মাসের মধ্যে ৮৩৯টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে ২৭২টি প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ১,৭০০ কোটি মার্কিন ডলার। ৫০০ কোটি ডলার ব্যয়ে গ্রেট নিকোবর প্রকল্প নির্মাণের কাজ করা হবে। এছাড়াও, কোচিতে দেশের বৃহত্তম ডক নির্মাণ করা হচ্ছে। এ কাজে ব্যয় হবে ২০ কোটি মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দেশের সেকেলে আইনগুলিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। এ বছর আমাদের সংসদে ১১৭ বছরের পুরনো ভারতীয় বন্দর সংক্রান্ত বিলটি পাশ হয়েছে। মেজর পোর্ট অথরিটিজ অ্যাক্ট, ২০২৫-এর মাধ্যমে দেশের বন্দরগুলিকে আরও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী শাহ বলেছেন, সুরক্ষা এবং মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ব্লু ইকনমি উন্নয়নে মোদী সরকার কাজ করে চলেছে। গত এক দশকে উপকূলবর্তী অঞ্চলে জাহাজ চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে ১১৮ শতাংশ এবং জাহাজে পণ্য পরিবহণ বেড়েছে ১৫০ শতাংশ। সমুদ্র বাণিজ্যে বৃত্তীয় অর্থনীতিকে উৎসাহিত করতে এবং জাহাজ নির্মাণ সংক্রান্ত অত্যাধুনিক নিয়মাবলীকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্র দক্ষিণী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন। এই দেশগুলির কথা বিবেচনা করে ভারত পরিবেশ-বান্ধব ও সমৃদ্ধশালী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১২৭ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

দ্বিতীয় ভাগ

ঘটেছিল। উনি একজন অত্যন্ত প্রতিভা বান ছাত্র ছিলেন। ভারত এবং ব্রিটেন দুই জায়গাতেই পড়াশোনাতে উনি উল্লেখযোগ্য মেধার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর সময়কালের সফলতম উকিলদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ওকালতিতে উনি আরো খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন কিন্তু গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় উনি নিজেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরোপুরি সমর্পণ করে দেন। খেড়া সত্যাগ্রহ থেকে বোরসদ সত্যাগ্রহ পর্যন্ত বহু আন্দোলনে ওর অবদান আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। আহমেদাবাদ মিউনিসিপালিটি-র প্রধান রূপে তার কার্যকাল এক ঐতিহাসিক সময়। স্বচ্ছতা এবং সুশাসনকে উনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে তাঁর অবদানের কারণে আমরা সর্বদা তার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো।

বন্ধুরা সর্দার পাটেল ভারতবর্ষের bureaucratic framework-কে এক মজবুত ভিত প্রদান করেন। দেশের একতা এবং অখন্ডতার জন্য তিনি অসামান্য প্রচেষ্টা করেন। আপনাদের সকলের প্রতি আমার অনুরোধ ৩১ শে অক্টোবর সর্দার সাহেবের জন্মদিনে সমগ্র দেশে আয়োজিত হতে চলা run for unity তে আপনিও যোগদান করুন। একলা নয় সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যোগদান করুন। একতার এই দৌড়কে যুব চেতনার এক সুযোগ হয়ে উঠতে হবে। যা একতাকে মজবুত করবে।

ওই মহান মনীষী, যিনি ভারতকে একতার সূত্রে বেঁধেছিলেন, তাঁর প্রতি এটাই হবে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, চায়ের সঙ্গে আমার যোগ তো আপনারা সকলেই জানেন, কিন্তু আমি আজকে ভাবছি 'মন কি বাতে' একটু কফি নিয়ে আলোচনা করা যায় না? আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে গত বছর আমরা 'মন কি বাতে' আরাকু কফি নিয়ে কথা বলেছিলাম। কিছুদিন আগে ওড়িশার অনেক মানুষ আমাকে কোরাপুট কফি নিয়ে তাঁদের চিন্তা ভাবনা আমাকে জানিয়েছেন। তাঁরা চিঠি লিখে 'মন কি বাত' এ কোরাপুট কফি নিয়ে আলোচনা জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন।

বন্ধুরা, আমাকে বলা হয়েছে যে কোরাপুট কফি স্বাদে অতুলনীয়। স্বাদ ছাড়াও এই কফির চাষ থেকেও মানুষ অনেক লাভবান হচ্ছেন। কোরাপুটে কিছু এমন লোক আছেন যাঁরা নিজেদের শখে কফি চাষ করছেন। Corporate world এ বেশ ভালো চাকরি করতেন , কিন্তু কফি তাঁদের এতটাই প্রিয় যে তাঁরা এই field এ এসেছেন এবং সফলতার সঙ্গে এতে কাজ করছেন। এমন কিছু মহিলাও আছেন, কফি থেকে যাঁদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে, জীবন সুখময় হয়েছে। কফি থেকে তাঁদের সম্মান এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্তি হয়েছে। এটা সত্যি কথা এই যে কোরাপুট কফি অত্যন্ত সুস্বাদু। এটি সত্যিই ওড়িশার গৌরব।

বন্ধুরা, সমগ্র বিশ্বে, ভারতীয় কফি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। কর্নাটকের চিকমঙ্গলুরু হোক বা কুর্গ বা হাসান । তামিলনাড়ুর পুলনি, শেবরায়। নীলগিরি আর আন্নামালাই অঞ্চল বা কর্ণাটক তামিলনাড়ু সীমানায় বিলিগিরি অঞ্চল অথবা কেরালায় ওয়ায়নাড, ত্রাবাঙ্কর এবং মালাবার অঞ্চল ভারতীয় কফির বিবিধতা লক্ষ্যণীয়। আমাকে জানানো হয়েছে যে আমাদের উত্তর- পূর্ব ক্ষেত্রেও কফির চাষে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। এর ফলে ভারতীয় কফির পরিচয় সমগ্র বিশ্বে আরো সুদৃঢ় হচ্ছে।। সেই কারণেই যাঁরা কফি পছন্দ করেন তাঁরা বলেন।

কফির মধ্যে ভারতীয় কফি শ্রেষ্ঠ। এটা ভারতে তৈরি হয় এবং সারা বিশ্ব একে ভালোবাসে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এবার 'মন কি বাত' এ এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা হবে যেটা আমাদের মনের খুবই কাছের। এই বিষয়টা হচ্ছে আমাদের জাতীয় গান। ভারতের জাতীয় গান মানে, বন্দেমাতরম। এমন একটা গান যার প্রথম শব্দ আমাদের মনে উদ্বেলিত ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে। বন্দেমাতরম এই এক শব্দের কত রকম অর্থ আছে, কতটা শক্তি আছে! সহজ অর্থে এটি আমাদের ভারত মাতার বাৎসল্য স্নেহের অনুভূতি দেয়। এটি ভারত মাতার সন্তান রূপে আমাদের দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি ১৪০ কোটি ভারতীয়র মধ্যে ঐক্যের শক্তি জাগ্রত করে।

বন্ধুরা, রাষ্ট্রভক্তি, মা ভারতীর প্রতি প্রেম, এ যদি এক বর্ণনাতীত ভাবনা হয়, তবে সেই অমূর্ত ভাবনাকে সাকার স্বর দিতে পারার মতো গান এই 'বন্দেমাতরম'। এটি রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কয়েক শতাব্দীর গোলামীতে বিধ্বস্ত ভারতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'বন্দেমাতরম' উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা হয়ে থাকলেও তার ভাবনার সঙ্গে যোগ রয়েছে ভারতের হাজার বছরের পুরোনো অমর চেতনার। বেদ যে ভাবকে "মাতা ভুমিঃ পুত্র অহং পৃথিব্যাঃ" (Earth is the mother and I am her child) বলে ভারতীয় সভ্যতার ভিত গড়ে তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' লিখে মাতৃভূমি ও তার সন্তানদের মধ্যে এই সম্পর্ককে সারা বিশ্বে যেন এক মন্ত্রের মতো পরিব্যপ্ত করে দিলেন।

বন্ধুরা, আপনারা হয়ত ভাবছেন আমি হঠাৎ বন্দেমাতরম নিয়ে এত কথা কেন বলছি। আসলে কিছুদিনের মধ্যেই, ৭ নভেম্বর আমরা বন্দেমাতরমের সার্ধ্বশতবর্ষ উদযাপন করতে চলেছি। ১৫০ বছর আগে 'বন্দেমাতরম' রচনা করা হয়েছিল, এবং ১৮৯৬ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এই গানটি গেয়েছিলেন।

বন্ধুরা, এই 'বন্দেমাতরম' গানে আমাদের কোটি কোটি দেশবাসী অপার, উদ্বেলিত রাষ্ট্রপ্রেম উপলব্ধি করেছেন। প্রতিটি প্রজন্ম 'বন্দেমাতরম'-এর প্রতিটি শব্দে ভারতের এক জীবন্ত মনোরম স্বরূপের প্রকাশ দেখেছে।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং,
শস্যশ্যামলাং মাতরম!
বন্দে মাতরম!

আমাদের এইরকম ভারতই গড়ে তুলতে হবে। 'বন্দেমাতরম' আমাদের এই প্রয়াসে সততই প্রেরণা হয়ে উঠবে। এইজন্যেই বন্দেমাতরমের এই সার্ধ্বশতবর্ষটিকেও স্মরণীয় করে রাখতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্যে ঐতিহ্যের এই প্রবাহকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আগামী দিনগুলিতে 'বন্দেমাতরম'কে কেন্দ্র করে বহু অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। আমি চাইব, আমরা সকল দেশবাসী 'বন্দেমাতরম'-এর গৌরবগাথাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়াসী হই। আপনারা আমাকে এব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ পাঠান, 'হ্যাশট্যাগ বন্দেমাতরম ১৫০'এর সঙ্গে । #VandeMatram১৫০। আমি আপনাদের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করব, এবং আমরা সবাই

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

বিশ্বখ্যাত ইউটিউবার 'মিস্টার বিস্ট' এর সঙ্গে বলিউডের তিন খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সফল উদ্যোক্তার পাশাপাশি বিশ্বের সেরা ইউটিউবার এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জিমি ডোনাল্ডসন ওরফে 'মিস্টার বিস্ট'। সেই ইউটিউবারের সঙ্গে এবার একফ্রেমে দেখা গেল বলিউডের তিন খান খ্যাত অভিনেতা শাহরুক খান, সালমান খান ও আমির খানকে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সৌদি আরবের রিয়াদে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিস্টার বিস্টও। সেই অনুষ্ঠানে তিন বলিউড এর ছবি সঙ্গে তুলেন মিস্টার বিস্ট।

এরপর তোলা ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন তিনি। এরপর ছবিটি ভাইরাল হয়ে পড়ে। ছবিতে দেখা যায়, মিস্টার বিস্টের একপাশে শাহরুখ এবং অন্যপাশে সালমান ও আমির খান দাঁড়িয়ে আছেন।

সালমন ছাড়া বাকি তিনজনকেই কালো পোশাকে দেখা গেছে। মিস্টার বিস্ট তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ছবিটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, 'হে ভারত, আমাদের সকলের একসঙ্গে কিছু করা উচিত।

এমন পোস্টেও নেটিজেনরা ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে জানান, শুধু ছবিতেই নয়, সিনেমাতেও একসঙ্গে তিন খানের উপস্থিতি দেখতে চান তারা।

শাহরুখ, সালমান এবং আমির এই তিন খান প্রায় একই সময়ে তাঁদের ক্যারিয়ার শুরু করেন। শাহরুখ ও সালমান খান সম্প্রীতি আমির খানের ছেলে জুনাইদের সিনেমা 'নাদানিয়ান এর বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কিছুদিন আগে আরিয়ান খান পরিচালিত সিরিজ 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড'-এ তিন খান ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করলেও, তাঁদের এক দৃশ্যে দেখা যায়নি।

আমির খানকে শেষবার 'সিতারে জমিন পার'-এ, সালমান খানকে তার ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সিকান্দার' এবং শাহরুখ খানকে সবশেষ 'ডাঙ্কি' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। শাহরুখকে পরবর্তীতে 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে।

তামান্না-সামান্থাদের নামে জাল ভোটার কার্ড, তদন্তে কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের তেলেঙ্গানায় আসন্ন উপনির্বাচন ঘিরে বিতর্কে জড়িয়েছেন দক্ষিণী চলচ্চিত্রের তিন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া, সামান্থা রুথ প্রভু ও রাকুল প্রীত সিং। জুবিলি হিলস বিধানসভা আসনে তাদের নামে জাল ভোটার কার্ড ছড়িয়ে পড়ায় তদন্তে নেমেছে সেখানকার নির্বাচন কমিশন।

একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সম্প্রতি সামাজিকমাধ্যমে জনপ্রিয় এই তিন নায়িকার নাম ও ছবি সংবলিত ভোটার কার্ড ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায়, তিনজনের ঠিকানাই একই, যা আরও সন্দেহ উস্কে দিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় কারচুপির উদ্দেশ্যে এই জালিয়াতি করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। তবে এ বিষয়ে এখনো তামান্না, সামান্থা বা রাকুল কেউই প্রকাশ্যে মন্তব্য করেননি।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জুনে জুবিলি হিলসের বিধায়ক মগন্তি গোপীনাথের মৃত্যুর পর ওই আসনটি শূন্য হয়। আগামী ১১ নভেম্বর সেখানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আসনটি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কংগ্রেস প্রার্থী ভি নবীন যাদব, বিআরএস প্রার্থী মগন্তি সুনীতা (প্রয়াত বিধায়কের স্ত্রী) ও বিজেপির দীপক রেড্ডি।

সম্প্রতি ভুয়া ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগে বিআরএস কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে। সেই প্রেক্ষিতেই তিন নায়িকার নাম এ ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১৬ মাসের গর্ভবতী হিসেবে বিশ্বরেকর্ড করে ফেললাম: সোনাক্ষী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি বিয়ের পর থেকে একাধিকবার মা হতে চলেছেন কি না, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। বিশেষ করে বিভিন্ন পার্টি বা জনসমাগমে ঢিলেঢালা পোশাকে দেখা গেলেই বাড়ছে গুঞ্জন। এবার সেইসব গুজবকে রসিকতার ছলে উড়িয়ে দিলেন এই 'দাবাং' অভিনেত্রী।

রমেশ তৌরানির দিপাবলী পার্টিতে ঢিলেঢালা আনারকলি পোশাকে হাজির হন সোনাক্ষী। অনুষ্ঠানে স্বামী জাহির ইকবালের সঙ্গে দেখা যায় তাকে। পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে, সোনাক্ষী নিজের ওড়না দিয়ে বারবার পেট ঢাকার চেষ্টা করছেন এবং এক পর্যায়ে জাহিরকেও তার পেটে হাত রাখতে দেখা যায়। এরপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় গর্ভাবস্থার জল্পনা।

তবে এবার নিজেই মুখ খুলে সব গুজবের জবাব দিলেন সোনাক্ষী। ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে অভিনেত্রী লেখেন, "মনুষ্য ইতিহাসের দীর্ঘতম গর্ভাবস্থা! অতি বুদ্ধিমান মিডিয়ার কল্যাণে ১৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হিসেবে হয়তো বিশ্বরেকর্ড করে ফেললাম!"

তিনি আরও জানান, "শুধু পেটে হাত দিয়েই ছবি তুলেছিলাম। যাক গে, এই বিষয়ে আমার আর জাহিরের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে পুরো পোস্টটাই দেখে নিন। আর হ্যাঁ, এভাবেই ঝলমলে দীপাবলী কাটান সবাই।"

পোস্টের একদম শেষে জাহিরের সঙ্গে হাস্যরসাত্মক কিছু মুহূর্ত ভাগ করে নিতে দেখা যায় সোনাক্ষীকে, যেখানে স্পষ্ট হয়, এই 'গর্ভবতী' গুঞ্জন শুধুই কল্পনা, বাস্তবে এমন কিছুই নেই।

দীপাবলীর সেই রাতের একটি ভিডিওতেও দেখা যায়, অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের সময় জাহির সোনাক্ষীকে মজা করে বলেন, "দেখো, সামলে..." পরে সোনাক্ষী ক্যামেরার সামনে এসে পোজ দিতে শুরু করলে জাহির তার পেটে হাত রাখেন—যেটি পরে ভাইরাল হয় এবং গুঞ্জনের আগুনে ঘি ঢালে।

ফ্রিতে অটোগ্রাফ দেয়া বন্ধ করছেন ইয়ামাল!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব ফুটবলে তরুণ প্রতিভা হিসেবে ইতোমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বার্সেলোনা ও স্পেন জাতীয় দলের লামিন ইয়ামাল। তবে এবার মাঠের বাইরে এক নতুন সিদ্ধান্তের কারণে আলোচনায় উঠে এসেছেন ১৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

কাতালান সংবাদমাধ্যম মুন্দো ডিপোর্টিভো জানিয়েছে, ইয়ামাল এখন আর ভক্তদের ফ্রিতে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন না। তার পক্ষ থেকে অটোগ্রাফ বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে এবং এরইমধ্যে তিনি ফ্রিতে অটোগ্রাফ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন বলেও জানানো হয় প্রতিবেদনে।

বার্সেলোনার এক বিশেষায়িত ওয়েবসাইট ইতোমধ্যেই ইয়ামালকে অটোগ্রাফ বাণিজ্যের একটি প্রস্তাব দিয়েছে। এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে ভক্তরা অর্থের বিনিময়ে ইয়ামালের সই সংগ্রহ করতে পারবেন। চুক্তি সম্পন্ন হলে, এই প্ল্যাটফর্মই তার অটোগ্রাফ বিক্রির পুরো বিষয়টি পরিচালনা করবে।

তবে বিষয়টি নিয়ে বার্সেলোনা ক্লাব কর্তৃপক্ষ কিছুটা বিপাকে পড়তে পারে। কারণ স্পনসরদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, খেলোয়াড়দের বিভিন্ন আয়োজনে অংশ নিয়ে ফ্রিতে অটোগ্রাফ দিতে হয়। তাই ক্লাব চাইছে, ইয়ামাল যেন অন্তত এই বিশেষ আয়োজনগুলোতে আগের মতোই ফ্রিতে অটোগ্রাফ দেওয়া চালিয়ে যান।

ইউরো শুরুর আগেই ইয়ামালের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। কিশোর এই তারকার বিশ্বজুড়ে বিশাল ভক্তসমর্থক গড়ে উঠেছে, যা তার বাণিজ্যিক মূল্য অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত ফোর্বসের এক জরিপ অনুযায়ী, ২০২৫–২৬ মৌসুমে ৪৩ মিলিয়ন ডলার আয়ে সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ফুটবলারের তালিকায় দশম স্থানে আছেন ইয়ামাল। নতুন এই অটোগ্রাফ-চুক্তি স্বাক্ষর হলে তার আয় আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চোটে ছিটকে গেলেন আর্সেনাল অধিনায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক বিরতির পর প্রিমিয়ার লিগে ফিরতে চলেছে আর্সেনাল। তবে মাঠে নামার আগেই বড় এক ধাক্কা খেল লন্ডনের ক্লাবটি। হাঁটুর চোটের কারণে কয়েক সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন দলের অধিনায়ক মার্টিন ওডেগোর।

শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা ওডেগোরের চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আর্তেতা বলেন, সে কয়েক সপ্তাহের জন্য বাইরে থাকবে। তার ফেরা নির্ভর করছে পুনরুদ্ধারের গতির ওপর। আমরা এখনই সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না। তবে সে ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে।

২৬ বছর বয়সী এই নরওয়েজিয়ান মিডফিল্ডার এর আগে কাঁধের চোটে ভুগে দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে ছিলেন। এবার নতুন করে হাঁটুর চোটে পড়েছেন তিনি।

ওডেগোর ছাড়াও আর্সেনালের দলে আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় চোটে ভুগছেন। গাব্রিয়েল জেসুস, কাই হাভার্টজ এবং ননি মাদুয়েকে এখনো পুরোপুরি ফিট নন।

চলতি প্রিমিয়ার লিগে দারুণ ছন্দে রয়েছে আর্সেনাল। সাত ম্যাচে পাঁচ জয় ও এক ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে মিকেল আর্তেতার দল। এক পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল।

আবারও ইউরোপে ফিরছেন নেইমার?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে ইউরোপিয়ান ফুটবলে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে সান্তোস ক্লাবের সঙ্গে তার চুক্তি ডিসেম্বরেই শেষ হবে, যার পর থেকে ইতালি ও অন্যান্য ইউরোপীয় বড় ক্লাবগুলো তার সেবার প্রস্তাবনা পেয়েছে।

ট্রান্সফার বিশেষজ্ঞ ফাব্রিজিও রোমানো জানিয়েছেন, ইন্টার মিলান এবং নাপোলি আবারও নেইমারকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে ভাবছে, যারা গত গ্রীষ্মে তাকে নিতে অপারগতা প্রকাশ করেছিল।

নেইমারের এজেন্ট পিনি জাহাভির ক্লাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আলোচনা প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করে তুলছে।

মাঠের বাইরে নেইমারের প্রধান লক্ষ্য হলো ব্রাজিল জাতীয় দলে পুনরায় সুযোগ পাওয়া। কার্লো আনচেলোত্তির অধীনে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে খেলার জন্য দলে জায়গা পাওয়া এখন তার বড় চ্যালেঞ্জ। ইউরোপীয় ক্লাবে খেলা তাকে সেলেসাও দলে ফিরে যাওয়ার পথ সুগম করবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR